প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

পরমভক্তনরোত্তমদাসঠাকুর

বিরচিত।

শ্রীদুর্গাদাস রায় কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

ভক্তি ভক্ত ভগবন্ত গুরু,
চতুর নাম বপু এক।
ইনকে পদ বন্দন করত,
নাশে বিঘ্ন অনেক॥

শ্রীনন্দলাল রায় কর্ত্তৃক
দার্জিলিং স্কচমিশন প্রেসে মুদ্রিত।
১৮৯০।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

পরমভক্তনরোত্তমদাসঠাকুর

বিরচিত।

শ্রীদুর্গাদাস রায় কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।



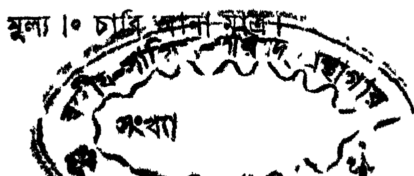
ভক্তি ভক্ত ভগবন্ত গুরু,
চতুর নাম বপু এক।
ইনকে পদ বন্দন করত,
নাশৈ বিঘ্ন অনেক॥



শ্রীনন্দলাল রায় কর্ত্তৃক
দার্জ্জিলিং স্কচ্‌মিশন প্রেশে মুদ্রিত।
১৮৯০।



মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।



প্রেমভক্তিরসোন্মত্তং
প্রেমভক্তিসুধাকরম্ ।
প্রেমভক্তিসমারাধ্যং
বন্দে ভক্তময়েশ্বরম্ ॥

প্রভো!

প্রেমভক্তি ধর্ম্মের প্রাণ, এবং তুমিই তাহার আধার। তাই ভক্তিপ্রেমার্দ্র হৃদয়ে এই প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকা তোমার শ্রীচরণকমলে সমর্পণ করিলাম। তোমার প্রসাদে অজ্ঞানতমোনাশিনী প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকা সকলহৃদয়কে নিত্য সুখশান্ত ও প্রেমস্নিগ্ধ করুক ইতি।

শ্রীচরণাশ্রিত
শ্রীদুর্গাদাস শর্ম্মা।

মুখবন্ধ।

পরমভক্ত নরোত্তম-দাস-ঠাকুর প্রণীত 'প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা' বৈষ্ণবদিগের অতি আদরণীয় গ্রন্থ। পুস্তকখানি অতি ক্ষুদ্র হইলেও সারকথায় ও গভীর-ভাবে পরিপূর্ণ। বড় আক্ষেপের বিষয় এপর্য্যন্ত ইহার উত্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। অনু-সন্ধানে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এই বিশ্বাস যে ইহা আজিও বটতলার মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বটতলার দোকানেরই শোভা-বর্দ্ধন করি-তেছে। অল্পশিক্ষিত প্রাচীন স্ত্রীলোক ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লোক ব্যতীত অতি অল্প লোকেই ইহার অস্তিত্ব জানেন বা পাঠ করিয়া থাকেন। বটতলার অনুগ্রহে মুদ্রিত পুস্তক সমূহের অঙ্গহীনতা, অঙ্গবৃদ্ধি প্রভৃতি যে সকল দোষ ঘটে, ইহার অদৃষ্টে তৎসমুদায় যথারীতি ঘটিয়াছে। যতগুলি মুদ্রিত প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে মুদ্রাকর প্রমাদে, ও সংগ্রাহকের অনাদরে পাঠ এত বিকৃত, এত অস্পষ্ট ও এত ভ্রমপূর্ণ যে সে অবস্থায় ইহাকে সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের অপাঠ্য বলিলে অত্যুক্তি বোধ হয় না।

কতিপয় সহৃদয় ভক্তের অনুগ্রহে ও অনুরোধে আমি অনেকগুলি মুদ্রিত ও হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া ইহার একটী উত্তম সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী

হইয়াছি। কিন্তু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম পাঠ নির্ণয় করা অতি কঠিন ব্যাপার। ক্রমাগত বহুবার পাঠ করিয়া, পুস্তকে পুস্তকে মিলাইয়া এবং অনেক সুবিজ্ঞলোকের মত গ্রহণ করিয়াও আমি কোন স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না; সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন হস্তলিখিত পুস্তকের পাঠই মূলে রক্ষিত হইল, এবং পাঠকের অবগতি জন্য অন্য পাঠও টীকায় প্রদর্শন করা গেল। ভক্তিভাজন গোস্বামী প্রভু ও সাধুবৈষ্ণব মহোদয়গণের নিকট বিনীত প্রার্থনা সমীচীন পাঠ স্থির করিয়া জানাইলে কৃতার্থ হইব।

অল্পকথায় প্রগাঢ়ভাব-প্রকাশ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের একটী অদ্ভুত গুণ। (এমন কি গম্ভীর ভাবের অনেক কথা প্রবাদ-বচনবৎ প্রচলিত হইয়াছে। "আপন আপন স্থানে, পিরীতি সবাই টানে।" "তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম, সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ-চরণ।" "রাজার যে রাজ্য পাট, যেন নাটুয়ার নাট, দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।") ইত্যাদিস্থল দেখিলেই পাঠক এই কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। পাঠ-নির্ণয় জন্য যত্নশ্রম করিতে ক্রুটী করি নাই। কিন্তু সকল দুরূহ স্থলের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতে পারি নাই। স্থানে স্থানে শব্দের অর্থ ও পরিশিষ্টে কয়েক স্থলের ভাবার্থ প্রকাশের চেষ্টা করা গিয়াছে।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে যে "প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা লক্ষ গ্রন্থের টীকা"। কথাটী অনেক সময় অনেকেই সহজে বুঝিতে পারেন না। ভক্তিতত্ত্বের মর্ম্ম বড়ই দুর্ব্বোধ্য, বিশেষতঃ প্রেমভক্তির মর্ম্ম বুঝা আরও সুকঠিন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটী বিষয় লইয়া ধর্ম্ম ও উপাসনা বিষয়ে বিবিধ মতভেদ ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। তিনটী বিষয় সম্যক্ প্রকারে জানা দূরে থাকুক, পৃথক্ ভাবে এক একটী বিষয়ে এত গ্রন্থ, এত উপদেশ আছে যে সুধীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরও সে সকল আলোচনা করিতে হইলে ধৈর্য্যরক্ষা হওয়া অসম্ভব। কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রাধান্য, মহত্ত্ব ও উপকারিতা প্রতিপাদন জন্য সহস্র সহস্র ঋষি, তপস্বী, যোগী ও পরমহংস বিবিধ ভাবে বহুবিধ-উপদেশসম্বলিত অসংখ্য গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করিয়াছেন। বেদ, উপনিষৎ, দর্শন, পুরাণ ও তন্ত্র, যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, দেখিতে পাই কর্ম্ম অথবা জ্ঞানের সারবত্ত্বা ও প্রাধান্য দেদীপ্যমান। কেহবা ঐ সকল শাস্ত্র আলোচনা ও আলোড়ন পূর্ব্বক কর্ম্মকে, কেহবা জ্ঞানকেই চরম-সীমা ও মুক্তির সোপান বলিয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন। তাঁহাদের উপদেশ মধ্যে ভক্তির মাহাত্ম্য ও উচ্চভাব অতি অল্পই লক্ষিত হয়। অনেকে এরূপ সিদ্ধান্তও করিয়াছেন যে বেদ কেবল কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডে

পরিপূর্ণ—এবং উপনিষৎ ও দর্শন কেবল জ্ঞান মাত্রে পর্য্যবসিত। কর্ম্মকাণ্ডই বেদবাক্যের সার উদ্দেশ্য ইহাই যেন সাধারণ মত বলিয়া বোধ হয়। নিম্নে উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা তাহাই বুঝা যায়।

"উদ্গাতঃ প্রণবো যাসাং ন্যায়ৈস্ত্রিভিরুদীরণম্।
কর্ম্ম যজ্ঞঃ ফলং স্বর্গঃতাসাং ত্বং প্রভবো গিরাম্॥"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতাতে কর্ম্মকাণ্ডের কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা—
নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন॥"

অনেক শান্তিপ্রিয় সুকবি এসকল দেখিয়া শুনিয়া কর্ম্ম প্রাধান্য এতদূর মানিলেন যে মনের আবেগে বিধি প্রভৃতি দেবগণকেও উপেক্ষা করিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে গ্রন্থারম্ভে কর্ম্মকেই বন্দনা করিলেন।

"নমস্তৎ কর্ম্মেভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃপ্রভবতি।"

আবার উপনিষৎ দর্শনের উপদেশে যাঁহারা চলিয়াছেন, তাঁহারা পরমতত্ত্বজ্ঞ হইয়াও কেবল জ্ঞানের প্রাধান্য প্রকাশ করিয়াছেন। পরে তাঁহাদের মতপোষক কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইল:—

"জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।"
"ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নিরন্যদ্যস্তি নির্দহেৎ পুণ্যপাপকৌ।"
"অধমাঃ কর্ম্মভীতাশ্চ ভক্তিভীতাশ্চ মধ্যমাঃ।
উত্তমা মোক্ষ(জ্ঞান)ভীতাশ্চ ভীতানোতৃত্তমোত্তমাঃ।"
"জ্ঞানং নিধানং পরমং প্রধানং,
জ্ঞানং সমানং ন বহু-ক্রিয়াভিঃ।
জ্ঞানং মহানন্দরসং রহস্যং
জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম জয়ত্যনন্তম্॥"

এমন কি স্বয়ং ভগবান্ও গীতাতে বলিয়াছেন,
"জ্ঞানেন সদৃশং নহি পবিত্রমিহ দৃশ্যতে॥"
"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥"

কর্ম্ম ও জ্ঞানের মহিমা বর্ণনায়, সংক্ষেপতঃ কর্ম্ম ও জ্ঞান বাদেই বেদ, উপনিষৎ এবং পুরাণ তন্ত্রের অধিকাংশ পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। ঐ সকলের শাখা প্রশাখায় এত পুস্তক পুস্তিকা আছে যে তাহাদের নাম ও সংখ্যা নির্দ্দেশ সুকঠিন ব্যাপার। যাগ, যজ্ঞ, পূজা, হোম, জপ, তপঃ, ধ্যান ধারণা ও ব্রতনিয়ম ইত্যাদির নিত্য ও নৈমিত্তিক বিষয়ে বিবিধ উপদেশ প্রকরণ, অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও ফলশ্রুতি ঐ সকল গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভগবন্মুখনিঃসৃত গীতাতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি যোগের অমূল্য উপদেশ বিশদরূপে ও বিস্তৃতভাবে

নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই ত্রিবিধ-উপদেশ-পূর্ণ গীতাকে কেহ কর্ম্মযোগের, কেহ জ্ঞান-যোগের, কেহবা কেবলমাত্র ভক্তিযোগের গ্রন্থ বলিয়া সম্মান ও আদর করিয়া থাকেন। শাস্ত্রবিশেষে এই তিনের গুরুত্ব লঘুত্ব বিচার থাকিলেও এতিনটীই সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সমান আদরণীয়, মাননীয় ও অবলম্বনীয় হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। তবে দেশ কাল পাত্র ভেদে যেমন সকল বিষয়েরই তারতম্য ঘটে, এই তিনটীরও সেইরূপ অধিকারভেদে ও অবস্থাবিশেষে ইতরবিশেষ অবশ্যই সম্ভব। আমরা এই তিনের সম্বন্ধে সাধারণতঃ এইমাত্র বুঝি :—

একৈবমূর্ত্তির্বিভিদে ত্রিধা সা
সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বম্॥

অথবা মানবরূপ অপরূপ বিহঙ্গের কর্ম্ম মেরুদণ্ড, জ্ঞান ও ভক্তি উভয় পার্শ্বস্থ পক্ষদ্বয়।

এই তিনবিষয়ক গোলযোগ জন্যই উপাসনা সম্বন্ধে নানা মতভেদ ও অনুষ্ঠান প্রণালীর বাহুল্য জন্মিয়াছে।

নীরসভাবে বা কঠোররূপে ঈশ্বরকে না জানিয়া যাহাতে তাঁহাকে সত্যসত্যই প্রাণের প্রাণ বা আত্মার আত্মা বলিয়া দৃঢ়জ্ঞান হয় তাহার উপায় বা চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাই পুরাণ ও তন্ত্র ঈশ্বরের সহিত

সম্বন্ধস্থাপন পূর্ব্বক উপাসনার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে, এবং সেই পথে চলিলে সত্যই হৃদয়ের ভার লাঘব হইয়া মানসিক শান্তিলাভ হয়। জগৎ কারণ স্বরূপ পুরুষ ও প্রকৃতিকে জগতের পিতা মাতারূপে শিব দুর্গার উপাসকগণ ভক্তির সম্বোধন করিয়াছেন। 'মাতর্জ্জগদম্বে' এই ডাক সাধকভক্তের পক্ষে বড়ই মধুর ও শান্তিপ্রদ। সখ্য, দাস্য ও বাৎসল্যভাবে ঈশ্বরকে সখা, প্রভু বা সন্তানরূপে ভাবনা ও চিন্তার প্রচুর দৃষ্টান্ত ও পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল ঈশ্বরসেবার বিষয় স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে এ সকল যে অতি উচ্চ মহাভাবপ্রণোদিত ও শান্তি-রসসংসৃষ্ট তদ্বিষয়ে কোন সংশয় থাকেনা। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া ভাবিলে এসকল মহদ্ভাবের সহিতও ঈশ্বরে অহৈতুকী আসক্তি তত স্পষ্ট উপলব্ধি হয় না। কামনা যেন ফল্গুনদীর মত অন্তর্বাহিনী বলিয়া বোধ হয়।

(সম্প্রদায়ীওঅধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার উপাসনা প্রণালী ব্যবস্থিত ও প্রচলিত আছে। সাধকগণ ঐ উপদেশ প্রণালী অনুসারে সাধন-অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সাধারণ-ধর্ম্মমতাবলম্বী সমদর্শী যোগীগণ "প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি" অষ্টাঙ্গযোগের এই পঞ্চাঙ্গকেই অবলম্বন করিয়া থাকেন। আবার শক্তি-উপাসকগণ

"মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন" এই পঞ্চমকার দ্বারা ইষ্টদেবতার উপাসনা করেন। বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবগণের অবলম্বনীয় শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর" এই পঞ্চভাব। পঞ্চাঙ্গ যোগ, পঞ্চমকারতত্ত্ব বা পঞ্চভাবের বিশেষ বিবরণ বা অনুষ্ঠান প্রক্রিয়ার গুণাগুণ বর্ণনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন ও অপ্রাসঙ্গিক। বিশেষ বিশেষ মতাবলম্বীগণ স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলেই তাহাদের উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, এবং অনুসন্ধানে পরস্পরের ঐক্য পার্থক্য বুঝিয়া লইবেন। বৈষ্ণবদিগের অবলম্বনীয় ও অনুষ্ঠেয় পঞ্চভাবের বিষয় আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে উহারা একাদিক্রমে ক্রমশঃ প্রীতি ও ভক্তিতে লীন হইয়া একমাত্র মধুরভাবে পর্য্যবসিত হয়। এই মধুরভাবের অপর নাম 'আত্মসমর্পণ'। এইভাবের বিকাশসূচক মূলমন্ত্র "সোঽহং"। এবং হৃদয়ের প্রার্থনা—

"যেধন তোমারে দিব সেই ধন আমার তুমি,
তোমার ধন তোমারে দিয়ে দাসী হলেম আমি॥"

অথবা

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।

তোমার চরণে, আমার পরাণে,
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, একমন হৈয়া,
নিশ্চয় হ'লেম দাসী॥"

শান্ত প্রভৃতি অপর চতুর্ব্বিধ ভাব দ্বারা সাধ্য বস্তুর সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মে, কিন্তু সাধ্য সাধকের অভিন্নাত্মবোধ বা পরমতন্ময়ত্ব কেবল মধুরভাবেই সম্পন্ন হয়। এইজন্যই "যুগলমধুররস" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ঈশ্বরে সর্ব্বস্বদান বা আত্মসমর্পণ অতি উচ্চ অঙ্গের ভজন সন্দেহ নাই; কিন্তু বিষয়টী বড়ই গুরুতর। 'আত্মসমর্পণ' কথাটীই কত গূঢ় গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক তাহা বলা দুঃসাধ্য। কথাটার ভাব বুঝা যখন এত কঠিন তখন তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া জীবন সার্থক করা কতদূর দুরূহ ব্যাপার, তাহা ক্রিয়ানিষ্ঠ, তত্ত্বজ্ঞানী, ও চিন্তাশীল ভক্তিসাধকগণই বিবেচনা করিবেন।

প্রেমভক্তির চরম উপদেশ এই আত্মনিবেদন বা আত্মসমর্পণ। প্রেমভক্তির মূর্ত্তিমতীদেবী কৃষ্ণময়ী পরমারাধ্যা শ্রীমতী রাধা। লক্ষ লক্ষ গ্রন্থে কর্ম্ম ও জ্ঞানের কথা আছে, কিন্তু ঐ সকলের শেষে জ্ঞাতব্য ——একমাত্র ভক্তি। আবার প্রেমভক্তি তাহারও পরে উচ্চস্থানাধিষ্ঠিতা। কর্ম্মে ভোগসুখ, জ্ঞানে মোক্ষ,

এবং ভক্তিতে পরমপুরুষার্থ-লাভ হয়। বৈষ্ণবগণ এই এক ভক্তি সম্বন্ধে এত আন্দোলন করিয়াছেন যে নারদ-শাণ্ডিল্যকৃত 'ভক্তিসূত্র' প্রাচীন হইলেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালীন ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ তাহার বিষয়ে সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল আলোচনা করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি * গ্রন্থ গুলি সাধারণতঃ ভক্তিশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত।)

(বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে বা ভক্তিশাস্ত্রে প্রেম-ভক্তির উপদেশ ও অনুষ্ঠানপ্রণালীর অনেক কথা পাওয়া যায়। 'প্রেমভক্তিই তাঁহাদের সর্ব্বসম্পত্তি।' সেই জন্যই—

প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, লক্ষ গ্রন্থের টীকা। বাস্তবিক প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় যাঁহার হৃদয় আলোকিত, তাঁহার নিকট কর্ম্ম ও জ্ঞানের জ্যোতিঃ অবশ্যই মলিন বোধ হইবে। জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্ম ভস্মসাৎ করে বটে, কিন্তু প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকা জ্ঞানাগ্নির তেজঃ ও উত্তাপ-

---

*ভক্তিশাস্ত্রের গ্রন্থরাশি অনেক। নিম্নে কয়েকখানির নাম লিখিত হইল। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' 'হরিভক্তিবিলাস' 'ভাগবত সন্দর্ভ' 'উজ্জ্বলনীলমণি' 'ভাগবতামৃত'ও 'ভক্তিসিদ্ধান্ত,'। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষায় অনেক পুস্তক আছে।

কে হ্রাস করিয়া হৃদয়কে শান্তিস্নিগ্ধ ও প্রীতিপূর্ণ করিয়া দেয়।

এই ভক্তির এত প্রাধান্য যে কর্ম্ম ও জ্ঞান আর যেন গ্রহণীয় ও প্রয়োজনীয় নহে এরূপ বোধ হয়। ভক্তিশাস্ত্রে এসম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায়, তাহার প্রমাণ মর্ম্ম এইরূপ—

"জ্ঞানতঃ সুলভামুক্তিঃ ভুক্তিঃ পুণ্যাদিকর্ম্মতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥"
"যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চযৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছতি॥"

কিন্তু এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বৈষ্ণবগণের গ্রন্থমধ্যে যেসকল অমূল্য রত্ন নিহিত আছে তাহার সন্ধান অনেকেই জানেন না, জানিলেও লইতে ইচ্ছুক নহেন। বিশেষতঃ দেশব্যাপ্ত অনেকানেক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত ও আচরিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম দেখিয়া শুনিয়া অনেকেই তৎপ্রতি হতাদর ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। সাধুতা ও পবিত্রতা যে উহার প্রধান অঙ্গ এবিশ্বাস সহজে হয় না। শিক্ষা, সংস্কার, ও বিশ্বাসগুণে একই বিষয় লোকের অন্তঃকরণে বিভিন্নমতের ও বিপরীত ভাবের উদ্দীপক

হইয়া থাকে, ইহা সে বিষয়ের দোষ, কি বিষয়ী মনুষ্যের দোষ তাহা চিন্তাশীল, মর্ম্মজ্ঞ, সারগ্রাহী ব্যক্তির বিবেচনা করিয়া বুঝা উচিত। বস্তুবিশেষের সুব্যবহারে বা ব্যবহারদোষে তাহার গুণের ও কার্য্যশক্তির ব্যত্যয় ঘটিয়া উঠে। সুচিকিৎসকের প্রয়োগকৌশলে যে বিষ সুধাগুণ প্রাপ্ত হইয়া প্রাণপ্রদ, তাহাই আবার অনভিজ্ঞ লোকের হস্তে প্রাণনাশক হয়। নিত্য-ব্যবহার্য্য মহোপকারী অগ্নিই ত সর্ব্বভুক্।

তায় বলি তত্ত্বানুসন্ধানে বৈষ্ণবধর্ম্ম কি তাহা জানা উচিত। মহাভাবস্বরূপা পরমাপ্রকৃতি প্রেমময়ী **শ্রীরাধা**, সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমপুরুষ রসময় **শ্রীকৃষ্ণ**। ইঁহাদের প্রণয়মিলন কি অপরূপ পরম পদার্থ, তাহা কর্ম্মী জ্ঞানী ও ভক্তগণের সততই অনুসন্ধানের বিষয়।

বিদেশীয় রাজভাষার প্রচলনসহকারে ও বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর প্রভাবে জ্ঞানের চর্চ্চা প্রচুর পরিমাণে হইতেছে। অজাতশ্মশ্রু বালকও বিজ্ঞানতত্ত্বগ্রহণ, উপনিষৎ পাঠ এবং দর্শনার্থবোধের চেষ্টা করিতেছে তর্কশক্তির যথেচ্ছব্যবহারও হইতেছে। কিন্তু বিশ্বাসে যাঁহার মন পুলকিত এবং ভক্তিরসে যাঁহার চিত্ত বিগলিত এমন লোক পাওয়া বড়ই দুষ্কর। অধুনাতন

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কার্য্যকলাপই এবিষয়ের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

শিক্ষিত ও জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত নব্যসম্প্রদায়ের নিকট সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, বা নাটক নবেলের যেরূপ আদর, তাহাতে স্বীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন যে কর্ত্তব্য একথার উল্লেখ অরণ্যে রোদন মাত্র। বৈষ্ণবদিগের ভক্তিশাস্ত্রে রাধা, কৃষ্ণ, প্রেম, ব্রজ, সখী, লীলা, রস প্রভৃতি যে সকল শব্দের ব্যবহার আছে। তাহাদের নামমাত্রে পরিতৃপ্ত না হইয়া পদার্থ ও বিষয়বিচার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম জ্ঞাত হওয়া যায়। মহাপ্রাজ্ঞ, দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেব এবং পরমনিষ্ঠ চিরযোগী শুকদেব যে ধর্ম্মের বক্তা, বিশ্বপ্রেমিক, সংসারত্যাগী মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে ধর্ম্মের প্রচারক ও অনুষ্ঠাতা, সে ধর্ম্ম যে উপহাস ও অবহেলার বিষয় নয়, এটী বোধ হয় প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা সাব্যস্থ করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। মহাশক্তি মহামায়া বিষ্ণুভক্তিপ্রদা ও পরমাবৈষ্ণবী তাহাও বলা বাহুল্য। এত দেবদেবীর নাম বিদ্যমান থাকিতেও যে 'বিষ্ণুস্মরণ' না করিলে হিন্দুমাত্রেরই কোন ক্রিয়ার আরম্ভ হয় না। সেই বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুর উপাসনাই এই বৈষ্ণবধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় সেই উপাসনার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ভক্ত সুধীর পাঠকের নিকট তাই আমার শেষ কথা—ননুবক্তৃবিশেষনিস্পৃহা—

গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ॥

এই মহদ্বাক্য স্মরণ করিয়া গ্রন্থখানি পাঠ ও ইহার আলোচ্য বিষয় চিন্তা করিবেন।

এক্ষনে গ্রন্থকার সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া এ মুখবন্ধ শেষ করিব।

প্রাচীন গ্রন্থকার বা বিখ্যাত মহাত্মাগণের জীবনী সংগ্রহ কিরূপ সুকঠিন ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাহা যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারাই সবিশেষ বুঝিতে পারিবেন। সংগ্রহকার অনেক বিষয়েই অকৃতকার্য্য ও বিফলমনোরথ হইয়া থাকেন। অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের কোনই সন্ধান পান না। এবং যাহা বহুশ্রমে ও বহুযত্নে সংকলন করেন, তাহাও যে ভ্রমপ্রমাদশূন্য একথাও বলা যায় না। অনেক বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া ও দেওয়া অসাধ্য। এঅবস্থায় আমার পরমবন্ধুভক্তগণ ও আমি যাহা পাইলাম, তাহাই পাঠকগণকে দিলাম। যদি কেহ অধিক সংবাদ জানেন ও অনুগ্রহপূর্ব্বক জানান পরমসমাদরে গ্রহণ করিব। ‘ভক্তিরত্নাকর,’ গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ভক্তমাল, নরোত্তমবিলাস, বৈষ্ণবাচার দর্পণ, প্রভৃতি গ্রন্থ ও

নদীয়া, মুরশিদাবাদ ও রাজসাহী জেলানিবাসী বৈষ্ণবগণের কথিত প্রবাদ বাক্য হইতে নিম্নলিখিত জীবনী সংগৃহীত হইল।)

পদ্মানদীর তীরবর্ত্তী রাজসাহী জেলার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে মাঘীপূর্ণিমায় শ্রীমতী নারায়ণীর গর্ভে ও মহারাজ শ্রীকৃষ্ণানন্দের ঔরসে নরোত্তম দাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম সম্বন্ধে সন তারিখ পাওয়া যায় না। বোধ হয় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্য-দেবের তিরোভাবের কিছুকাল পরেই তিনি জন্মিয়াছিলেন। গ্রন্থকারের "অভিন্ন কলেবর" ও নিত্য-সহচর রামচন্দ্র কবিরাজ ও তাঁহার ভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ পদরচয়িতা গোবিন্দ দাস, গ্রন্থকারের সমসাময়িক। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত দুই ভ্রাতার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ভক্তমালে তাঁহাদের জীবনীও দিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনে বসিযা অতি প্রাচীন বয়সে চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের রচনাকাল প্রায় ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৯০ খৃঃ, এবং গোবিন্দ দাসের জীবনকাল প্রায় ১৫৬৭ খৃঃ হইতে ১৬৩৯ খৃঃ পর্য্যন্ত। নরোত্তম দাসঠাকুর নিজ রচিত 'প্রার্থনায়' যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় শ্রীচৈতন্যের পর তিনি প্রাদুর্ভূত হন। প্রার্থনায় এইরূপ আছে :—

"যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়া নগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম,
মিছামাত্র বহি ফিরি ভার॥"
"কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ,
যে রচিল চৈতন্য চরিত॥"
"দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্রসঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস॥"

এইসকল উক্তি বিবেচনা করিলে, এবং নরোত্তম-দাস, শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্যামানন্দ ও রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতির সহিত বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও ভক্তিশাস্ত্র প্রচার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন জানিলে স্পষ্ট অনুমান হয় তিনি ১৫৭০ খৃঃ হইতে ১৬৪০ খৃঃ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে জীবিত ছিলেন।

অনেকে বলেন তিনি রাজার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। যাহা হউক তিনি কায়স্থকুল উজ্জ্বল করিয়া-ছিলেন। শৈশবাবস্থাতেই তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্ম বিশ্বাস ও প্রেমভক্তি বদ্ধমূল হয়। এবং সেই সময় হইতেই তিনি গৃহত্যাগের চেষ্টা ও ইচ্ছা করেন. কিন্তু পিতা ও পিতৃব্যগণের শাসনে বারম্বার তিরস্কৃত ও নিবারিত হন। তিনি সর্ব্বদাই সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন। একদা নবাব সরকার হইতে লোক আসিয়া রাজস্ব-

বিষয়ক গোলযোগ জন্য তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যগণকে ধরিয়া লইয়া যায়। তিনিও এই ঘটনা গৃহবাসপরিত্যাগের উপযুক্ত অবসর বোধে গৃহজনের অনবগতিতেই কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে প্রস্থান করেন। পঞ্চদশবর্ষীয় নরোত্তম গৃহত্যাগ করিয়া ও পিতামাতার স্নেহসুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল ভগবদ্ভরসায় বহুকষ্টে শ্রীবৃন্দাবনধামে উপস্থিত হন। তথায় শ্রাবণ-পৌর্ণমাসীতে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট মন্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর নামে অভিহিত হন। 'প্রেমভক্তিচান্দ্রকা ও প্রার্থনায়' স্বীয় গুরুর নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাকেও স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। কিছুকাল বৃন্দাবনে অবস্থানের পর গুরুদেবের আদেশমত পদ্মাতীরবর্ত্তী খেতর (খেতুর বা ক্ষেত্র) গ্রামে প্রত্যাগমন করিয়া নিম্নোক্ত ছয় বিগ্রহ স্থাপন করেন :—

গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণব্রজমোহন।
রাধামোহন হে রাধে রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে॥

অদ্যাপি উক্ত খেতর গ্রামে ঐ ছয় বিগ্রহের নিত্যনৈমিত্তিক পূজারাধনা হইয়া থাকে। কোজাগর-পূর্ণিমার পর দ্বিতীয়া হইতে পঞ্চমী পর্য্যন্ত ৩।৪ দিবস খেতরে মহাসমারোহে বার্ষিক মহোৎসব হইয়া থাকে। ঐ সময়ে অনেক স্থান হইতে যাত্রী ও

সাধু, বৈষ্ণবগণ আসিয়া ঐ কার্য্যে যোগদান করেন। ঐ সকল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাসময়ে শ্রীমতী জাহ্নবা গোস্বামিনা খড়দহ হইতে খেতর গ্রামে আগমন করেন, এবং শ্রীনিবাসাচার্য্যের সাহায্যে তিনিই বিগ্রহস্থাপনাদি কার্য্যের ও উৎসবের অভিনেত্রী হইয়াছিলেন। উৎসবান্তে শ্রীনরোত্তমদাসঠাকুর পুনরায় বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য ও অন্যান্য ভক্তের সহিত একত্র অবস্থান করেন। এবং বঙ্গদেশে ভক্তিশাস্ত্র প্রচার জন্য শ্রীজীবগোস্বামীর নিকট হইতে গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্যের সহিত যাত্রা করেন। বনবিষ্ণুপুরের রাজা হাম্বীর নিজ লোকের দ্বারা গ্রন্থসহ শকটাদি অপহরণ করিলে ও অনেক অনুসন্ধানে তাহার কোন সন্ধান না পাওয়ায়, শ্রীআচার্য্যের আদেশমত তিনি খেতরে প্রত্যাগমন করেন। কিছুকাল পরে শ্রীআচার্য্য প্রভু গ্রন্থনিচয়ের সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করেন। পরে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীনরোত্তমদাসঠাকুর উভয়ে পরম আহ্লাদসহকারে জাজিগ্রাম, একচক্রাগ্রাম ও নবদ্বীপাদি পরিক্রমণ করত খড়দহে শ্রীমতী জাহ্নবা গোস্বামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী, উদ্যোগী ও মনোযোগী ছিলেন। বুধরী-

নিবাসী রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহার অভিন্নহৃদয় পরম সখা। উভয়েই প্রচারকার্য্যে যত্নবান্ ছিলেন। এবং এই উদ্দেশ্যসাধন জন্য শ্রীনরোত্তমদাসঠাকুর 'প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা' প্রার্থনা, হাটপত্তন, ও করচা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন। আক্ষেপের বিষয় এপর্য্যন্ত কোন পুস্তকই সুচারুরূপে বা শুদ্ধভাবে মুদ্রিত হয় নাই। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার এই সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। যদি ভক্তগণের কৃপায় সময়সুযোগ ঘটে, তবে আশা আছে অন্যগ্রন্থে হস্তক্ষেপ করিব। শ্রীক্ষেত্র, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থধাম দর্শন, ও সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াই তিনি জীবনের শেষ সময় অতিবাহিত করেন।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর যেমন প্রেমিক ও ভক্ত, তেমনই সুকবি ও সুগায়ক ছিলেন। তাঁহার কবিতার রাশি রাশি গ্রন্থ পাওয়া যায়না সত্য, কিন্তু যাহা পাওয়া যায় তাহাই প্রচুর ও তাহাই মধুর। এমন কি এক/ 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'ই তাঁহার অতুল কীর্ত্তি। যেমন "ক্ষুদ্র শিলা শালগ্রাম দেন মোক্ষ-ফল" তেমনই এই ক্ষুদ্রগ্রন্থ পরম উপাদেয় উপদেশ প্রদানে সমর্থ। গোবিন্দদাসের রচিত নিম্নলিখিত পদদ্বারাই আমি তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন ও জীবনী শেষ করিলাম:—/

"জয় জয় রে জয়, ঠাকুর নরোত্তম,
প্রেমভকতি মহারাজ।
যাকর মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর,
রামচন্দ্র কবিরাজ॥

* * *

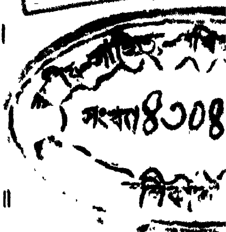
শ্রীসংকীর্ত্তন— বিষয়রসে উনমত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম—নাহি মান।
যোগ দান ব্রত, আদিভয়ে ভাগত,
রোয়ত করম গেয়ান॥
ভাগবত শাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতিধন,
তাক গৌরব করু আপ।
সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত,
কম্পিত দেখি পরতাপ॥"

ইত্যাদি॥

দার্জ্জিলিং
১৫ই জৈষ্ঠ ১২৯৭।

প্রকাশক।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।



শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ।

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন
তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং
স্থাপিতং যেন ভূতলে॥
স্বয়ংরূপং কদা মহ্যং
দদাতি স পদান্তিকম্॥

শ্রীগুরুচরণ পদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম, (১)
বন্দ মুঞি (২) সাবধানমনে। (৩)
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হনে। (৪)
গুরুমুখপদ্মবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য, (৫)
আর না করিহ মনে আশা॥
শ্রীগুরুচরণে রতি, (৬) এই সে উত্তম গতি,
যে (৭) প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥

---

(১) সদ্ম=গৃহ, আলয়,। (২) মুঞি=আমি।
(৩) 'মতে' পাঃ অঃ। (৪) হনে=সনে, সঙ্গে।
'হলে' 'হতে' পাঠান্তর। (৬) রতি=অত্যাসক্তি।
(৫) 'হৃদে করি মহা ঐক্য' পাঃ। (৭) 'সে' পাঃ

চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাহার চরিত॥

শ্রীগুরুকরুণাসিন্ধু, অধমজনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন॥

বৈষ্ণবচরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
যাহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গ অনুক্ষণ,
অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়॥

জয় সনাতনরূপ, (১) প্রেমভক্তি রসকূপ,
যুগল উজ্জ্বলময় তনু।
যাহার প্রসাদে লোক, পাসরিল (২) সর্ব্বশোক,
প্রকটিল কল্পতরু জনু (৩)॥

---

(১) রূপসনাতন বিরচিত ভক্তি-শাস্ত্র সকল বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য ও সার মর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছে। প্রেম-ভক্তি কি ইহা ঐ সকল গ্রন্থ পাঠে বিশেষ উপলব্ধি হয়। এই জন্য তাঁহারা প্রেম-ভক্তি রসের কূপস্বরূপ। (২) পাসরিল=ভুলিল। (৩) যেন কল্পতরু প্রকাশ পাইল।

প্রেমভক্তি রীতি যত, নিজগ্রন্থে সুবেকত, (১)
লিখিয়াছে দুই মহাশয়।
যাহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ (২) হয় চিত্তে,
যুগল মধুর রসাশ্রয়॥

যুগল-কিশোর-প্রেম, লক্ষবাণ (৩) যেন হেম,
হেন ধন প্রকাশিল যারা।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন,
সে রতন মোর গলে হারা (৪)॥

ভাগবত শাস্ত্রমর্ম্ম, (৫) নববিধ ভক্তি ধর্ম্ম, (৫)
সদাই করিব সুসেবন।
অন্য দেবাশ্রয় (৬) নাই, তোমারে কহিল ভাই,
এই তত্ত্ব পরম ভজন॥

সাধুশাস্ত্রগুরুবাক্য, চিত্তেতে করিয়ে ঐক্য, (৭)
সতত ভাসিব প্রেম মাঝে।
কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিন, (৮)
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে॥ (৯)

---

(১) সুবেকত=সুস্পষ্ট। 'সুবিদিত' 'সুবিখ্যাত,' পাঃ। (২) পরানন্দ=শ্রেষ্ঠ সুখ। 'মহানন্দ' পাঃ। (৩)লক্ষবাণ =লক্ষগুণ। (৪) হারা=হার। (৫) ভাগবত=শ্রীমদ্ভাগবত যাহাতে শ্রীকৃষ্ণলীলার বর্ণনা 'ও ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ আছে। (৫) পরিশিষ্ট দেখ। (৬) 'বেদাশ্রয়' পাঃ। (৭) 'সখ্য' পাঃ। (৯) গাজে, গায়, বলে। (৮) ভিন=ভিন্ন।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং
জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানু-
শীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

।অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি,
কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ সেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ভক্তি পরমকারণ॥

মহাজনের যেই পথ, তাতে (১) হব অনুগত, (২)
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
।সাধন স্মরণ (৩) লীলা, ইহাতে না কর হেলা,
কায়মনে করিয়া সুসার॥

অসৎসঙ্গতি সদা, (৪) ত্যাগকর অন্যগীতা, (৫)
কর্ম্মী জ্ঞানী পরিহরি দূরে।
।কেবল ভকত-সঙ্গ, প্রেম-কথা রসরঙ্গ,
লীলা কথা ব্রজরসপুরে॥

---

(১) 'তাহে' পাঃ (২) 'অনুরত' পাঃ।

(২) 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা' ইহার সঙ্গে মিল আছে। (৩) 'শরণ' পাঃ।

(৪) 'অসৎসঙ্গ কর ত্যাগ, ছাড় অন্য অনুরাগ,' পাঃ। (৫) 'কথা' 'গাঁথা' পাঃ।

যোগীন্যাসী কর্ম্মী জ্ঞানী, অন্যদেবপূজক ধ্যানী
ইহলোক (১) দূরে পরিহরি।
ধর্ম্ম কর্ম্ম দুঃখ শোক, যেবা থাকে অন্যভোগ, (২)
ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী ॥

তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি (৩) গোবিন্দচরণ।
দৃঢ়বিশ্বাস হৃদে ধরি, (৪) মদমাৎসর্য্য পরিহরি,
সদা কর অনন্য (৫) ভজন ॥

(কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি, কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরি,
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তন।
অর্চ্চন স্মরণ ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান,
এই ভক্তি পরম কারণ ॥)

হৃষীকেশ (৬) গোবিন্দ সেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এইত অনন্য (৭) ভক্তি কথা।
আর যত উপলম্ভ, (৮) বিশেষ সকলি দম্ভ,
দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা ॥

---

(১) ইহলোক—এইসব লোক। (২) 'যোগ' পাঃ। (৩) 'সিদ্ধ' পাঃ। (৪) 'করি' পাঃ। (৫) 'অন্যান্য' পাঃ। (৬) 'হৃষীকে' 'হৃষিকে' পাঃ। (৭) 'অন্যোন্য' পাঃ। (৮) 'অবলম্ব' পাঃ।
উপলম্ভ=অনুভব, উপলব্ধি, জ্ঞান।

দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহ কারু বাধ্য (১) নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কাণ, জানিলে না জানে প্রাণ, (২)
দঢ়াইতে (৩) না পারি নিশ্চয়॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদমাৎসর্য্য দম্ভ সহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥

কৃষ্ণসেবা কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী (৪) জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে মদ (৫) কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম, (৬)
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা বা করিতে পারে, কাম ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥

---

(১) 'ঐক্য' ও 'বাক্যে' পাঃ। (২) 'শুনিয়া না শুনে কানে, জানিয়া না জানে প্রাণে' পাঃ।

(৩) দঢ়াইতে=দৃঢ় হইতে। 'দাঁড়াইতে' পাঃ।

(৪) 'ভক্তিদ্বেষী' পাঃ। (৫) 'মজ' ও 'ভজ' পাঃ।

(৬) 'অনাদি যাহার নাম,' ও 'অনাথাদি যার ধাম' পাঃ।

ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদাদিবা,
লোভমোহ এইত কথন।
ছয় রিপু * সদাহীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥

আপনি (১) পলাবে সব, শুনিয়ে গোবিন্দ রব,
সিংহরবে যেন করীগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
প্রেমভক্তি পরম কারণ॥

(না করিহ অসৎ চেষ্টা, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা,
সদা চিন্ত গোবিন্দ চরণ।)
তোমারে কহিল ভাই, ইহা বই আর নাই,
এই তত্ত্ব পরম ভজন ॥ (২)

অসৎসঙ্গ কুটিনাটি (৩) ছাড় অন্য পরিপাটী, (৪)
অন্য দেবে না করিহ রতি।
(আপন আপন স্থানে, পিরীতি সবাই টানে,
ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি ॥)

---

* ছয়রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য।

(১) 'অমনি' পাঃ। (২) 'না করিহ'—হইতে 'ভজন' পর্য্যন্ত এই চারি পংক্তি কেবল হস্তলিখিত পুস্তকে আছে। মুদ্রিত কোন গ্রন্থে নাই।

(৩) কুটিনাটি=ছলচাতুরী। (৪) পরিপাটী=সুব্যবস্থা।

আপন ভজনপথ, তাহে হব অনুগত,
ইষ্টদেবস্থানে লীলাগান।
নৈষ্ঠিক ভজন এই, তোমারে কহিনু ভাই,
হনূমান তাহাতে প্রমাণ ॥

শ্রীনাথে জানকীনাথে
অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং
রামঃ কমললোচনঃ ॥ (১)

দেবলোক পিতৃলোক, পায় (২) তারা নানা সুখ,
সাধু সাধু বলে অনুক্ষণ।
যুগল-ভজন (৩) যারা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা,
তাহার নিছনি ত্রিভুবন ॥ (৪)
প্রথম আয়াস (৫) যোগ, দুঃখময় বিষ ভোগ,
ব্রজবাস গোবিন্দসেবন।
(কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম, সত্য সত্য রসধাম,
ব্রজলোক সঙ্গে অনুক্ষণ ॥)

---

(১) পরিশিষ্ট দেখ। (২) 'চায়' পাঃ। (৩) 'যুগল সাধক' পাঃ। (৪) নিছনি=বালাই, অনিচ্ছা, অর্থাৎ তাহাদের ত্রিভুবনেও অভিলাষ বা কামনা নাই। (৫) 'পৃথক' ও 'আবাস' 'আশয়' পাঃ।

সদা সেবা অভিলাষ,(১) মনেতে করি বিশ্বাস,(২)
সর্ব্বথায় হইয়া নির্ভয়।
নরোত্তম দাস বলে, পড়িনু অসৎ ভোলে, ৩)
পরিত্রাণ কর মহাশয় ॥

তুমি ত দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
মোরে প্রভু কর অবধান। (৪)
পড়িনু বিষম ভোলে, কাম তিমিঙ্গিলে (৫) গিলে,
ওহে নাথ কর পরিত্রাণ ॥
যাবত্ জীবন (৬) মোর, অপরাধে হৈনু ভোর,
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা ॥
তথাপিহ তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি,
মুঞিসম (৭) নাহিক অধমা ॥
পতিতপাবন শ্যাম, ঘোষণা তোমার নাম,
উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি।
যদি হই অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি,
সত্য সত্য যেন পতি সতী ॥

---

(১) 'অভিলাষী' পাঃ। (২) 'বিশ্বাসী' পাঃ।
(৩) অসৎভোলে অসৎ ভ্রমে। (৪) অবধান=মনোযোগ। (৫) তিমিঙ্গিল=বৃহৎকায় মৎস্য বিশেষ। কামরূপ বৃহৎ মৎস্যে গিলিতেছে।
(৬) 'জনম' পাঃ। (৭) মুঞিসম=আমার মত।

তুমিত পরম দেবা, নাহি মোরে উপেক্ষিবা, (১)
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করোঁ (২) অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ,
সেবা দিয়া কর অনুচর ॥

কামে মোর হত চিত, নাহি শুনে নিজ হিত,
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।
মোরে নাথ অঙ্গীকুরু, (৩) তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু,
করুণা দেখুক সর্ব্বজনা ॥

মো সম (৪)পতিত নাহি,(৫) ত্রিভুবনে দেখ চাহি,(৫)
নরোত্তম-পাবন নাম ধর।
ঘুষুক সংসারে নাম, পতিতপাবন শ্যাম,
নিজ দাস কর গিরিধর ॥

নরোত্তম বড় দুঃখী, নাথ মোরে কর সুখী,
তোমার ভজন সংকীর্ত্তনে।
অন্তরায় (৬) নাহি যায়,(৭) এইত পরম ভয়,
নিবেদন করি অনুক্ষণে ॥

---

(১) পরম দেব তুমি আমাকে অবহেলা করিও না।
(২) করোঁ=করি বা করিয়া থাকি। (৩) অঙ্গীকুরু =স্বীকার কর, অর্থাৎ 'দাস বলিয়া মান'।
(৪) মো সম=আমার মত। (৫) 'নাই' ও 'চাই' পাঃ।
(৬) অন্তরায়=বাধা, বিঘ্ন। (৭) 'নহে জয়' পাঃ।

(আনকথা আনব্যথা, (১) নাহি যেন যাও তথা,(২)
তোমার চরণ স্মৃতি মাঝে।
অবিরত অবিকল, তুয়াগুণে কলকল, (৩)
গাও (৪) যেন সতের (৫) সমাজে ॥)

(অন্যব্রত অন্যদান, নাহি করি বস্তুজ্ঞান,
অন্যসেবা অন্যদেব পূজা।
হা হা কৃষ্ণ বলি বলি, বেড়াই (৬) আনন্দ করি,
মনে মোর নহে যেন দুজা ॥ (৭)) ।

জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি,
দোঁহার পিরীতি রস সুখে।
যুগল-ভজন (৮) যারা, মোর প্রাণ গলে হারা, (৯)
এই কথা রহুঁ মোর বুকে ॥

যুগল চরণ সেবা, এই ধন মোরে দিবা,
যুগলের মনের পিরীতি।
যুগল কিশোররূপ, কামরতিগণ ভূপ,
মনে রহুঁ ও লীলা কি রীতি ॥ (১০)

---

(১) অন্যকথা অন্যযাতনা। (২) যাও=যাই।
(৩) তুয়াগুণে কলকল=তোমার গুণে কোলাহল বা মধুর শব্দ। (৪) গাও=গাই। (৫) সতের=সাধু-লোকের। (৬) 'ধেয়াই' 'ধেয়াও' 'ধেয়াব' পাঃ।
(৭) দুজা=দ্বৈধ। (৮) 'সংহতি' 'সহিত' পাঃ।
(৯) হারা=হার। (১০) পরিশিষ্ট দেখ।

দশনেতে তৃণ ধরি, হা হা কিশোর কিশোরী,
চরণাব্জে (১) নিবেদন করি।
ব্রজরাজ-কুমার শ্যাম, বৃষভানু কুমারী নাম,
শ্রীরাধিকা নাম মনোহারী॥

কনক কেতকী রাই, শ্যাম মরকত তাই, (২)
দরপ দরপ করু চূরে। (৩)
নটবর শিরোমণি, নটিনীর শিখরিণী,
দুহুঁ গুণে দুহুঁ মন ঝুরে॥ *

শ্রীমুখসুন্দরবর, হেমনীলকান্তিধর,
ভাব ভূষণ করু (৪) শোভা।
নীল-পীত-বাসধর, গৌরশ্যাম মনোহর,
অন্তরের ভাবে দোঁহে লোভা॥

আভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়,
তৃচ্ছ এই নরোত্তম দাস।
নিশি দিশি (৫) গুণ গাঙ, পরম আনন্দ পাঙ,
মনে মোর এই অভিলাষ॥

---

(১) 'চরণাম্বুজে' পাঃ। (২) তাই=তাহাতে। 'কায়' পাঃ। মরকত=সবুজবর্ণ মণি। (৩) দরপ দরপ করু চূরে=দর্পের দর্প ও চূর্ণ করে। (৪) 'স্বভাব সুবর্ণ তরু' পাঃ। (৫) 'নিশি দিবা' পাঠ হইবে বোধ হয়। কিন্তু এই পাঠ সকল গ্রন্থেই আছে।

* পরিশিষ্ট দেখ।

রাগের ভজনপথ,(১) কহি এবে অভিমত,
লোকবেদসার এই বাণী।
সখীর অনুগা হয়ে, ব্রজে সিদ্ধদেহ পেয়ে,
সেই ভাবে জুড়াবে পরাণী॥
রাধিকার সখী যত, তাহা বা কহিব কত,
মুখ্য (২) সখী করিয়ে গণন।
ললিতা, বিশাখা তথা, সুচিত্রা, চম্পকলতা,
রঙ্গদেবী, সুদেবী কথন॥
তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, এই অষ্টসখী লেখা,
এবে কহি নর্ম্ম (৩) সখীগণ।
এসবার সহচরী, প্রিয় প্রেষ্ঠ (৫) নাম ধরি,
প্রেমসেবা করে অনুক্ষণ॥ (৪)
শ্রীরূপমঞ্জরী সার, শ্রীরতিমঞ্জরী আর,
অনঙ্গমঞ্জরী(৬) মঞ্জুনালি।
শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে, কস্তুরিকা আদি রঙ্গে,
প্রেমসেবা করে কুতূহলী॥ (৭)

(১) রাগাত্মিকা ভক্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলীতে এবিষয় সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। (২) মুখ্য=প্রধান। (৩) নর্ম্ম =বিলাস। 'সর্ব্ব' ও 'নম্র' পাঃ। (৪) 'সেবা-পরা সখীগণ, অসংখ্য তাহার গণ, মুখ্য মুখ্য করিয়ে গণন।' পাঃ। (৫) প্রেষ্ঠ=প্রধান, শ্রেষ্ঠ। (৬) 'লবঙ্গ মঞ্জরী' পাঃ। (৭) পরিশিষ্ট দেখ।

এসব অনুগা (১) হয়ে, প্রেমসেবা লব চেয়ে,
ইঙ্গিতে বুঝিব সবকাজে।
রূপে গুণে ডগমগি (২) সদাহব অনুরাগী,
বসতি করিব সখীমাঝে॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সময়ে বসিব রসসুখে। (৩)
সখীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব কবে,
তাম্বুল যোগাব (৪) চাঁদমুখে॥
যুগল চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি,
অনুরাগে থাকিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা,
রাগ পথের এই সে উপায়॥
সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা, পাই,
পক্কাপক্ক মাত্র (৫) সে বিচার।
পাকিলে সে প্রেম ভক্তি, অপক্কে (৬) সাধনরীতি,
ভকতি লক্ষণ তত্ত্বসার॥(৭)

---

(১) 'অনুগতা' পাঃ। (২) ডগমগি=সুচতুর ও প্রফুল্ল। (৩) 'সময় বুঝিয়া রব সুখে,' ও 'সময় বুঝিয়া রহে সুখে' পাঃ। (৪) 'খাওয়াব' পাঃ। (৫) 'পক্ক অর্ক পত্র' 'পক্ক অর্ক মাত্র' 'পক্ক অপক্কেতে' পাঃ। (৬) 'অপরে' পাঃ। (৭) ভক্তিতত্ত্বের সার লক্ষণ এই যে অপক্ক অবস্থায় সাধন পদ্ধতি এবং পক্ক অবস্থায় প্রেমভক্তি।

নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।
সখীগণ গণয়িতে, (১) আমারে গণিবে (২) তাতে,
তবহু (৩) পূরব (৪) অভিলাষ॥

সখীনাং সঙ্গিনী-রূপা
আত্মনো বাসনাময়ী।
আজ্ঞাসেবাপরা তত্তৎ-
কৃপালঙ্কার ভূষিতা॥

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য
প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎ-কথারতশ্চাসৌ
কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

যুগল চরণে প্রীতি, পরম আনন্দ তথি, (৫)
রতিপ্রেম হউক পর বন্দ্যে। (৬)
কৃষ্ণ নাম রাধা নাম, উপাসনা রসধাম,
চরণে পড়িয়ে পরানন্দে॥ (৭)

---

(১) 'গণনাতে' পাঃ। (২) 'রাখিবে' পাঃ। (৩) তবহু =তবে, তাহা হইলে। (৪) 'পূরিব' 'পূরাব' ও 'পূরিবে' পাঃ। (৫) তথি=তাহাতে।
(৬) 'পুরবৃন্দে' পাঃ। পরবন্দ্যে=পরমারাধ্যে। পুরবৃন্দে=বৃন্দাবনপুরে। (৭) 'প্রেমানন্দে' ও 'পরমানন্দে' পাঃ।

মনের শরণ নাম (১) মধুর মধুর ধাম,
বিলাস যুগল স্মৃতি তার।
সাধ্য সাধনেতে পাই,(২) ইহা বই আর নাই,
এই তত্ত্ব সর্ব্বসিদ্ধি (৩) সার॥
জলদ সুন্দর কান্তি, মধুর মধুর ভাস্তি, (৪)
বৈদগধি (৫) অবধি সুবেশ।
পীতবসন ধর, অভরণ মণিবর,
ময়ূরচন্দ্রিকা চারু (৬) কেশ॥
মৃগমদ চন্দন, কুঙ্কুম বিলেপন,
মোহন মূরতি ত্রিভঙ্গ।
নবীন কুসুমাবলী, শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি (৭)
মধুলোভে ফিরে মত্তভৃঙ্গ॥
ঈষত্ মধুরস্মিত, বৈদগধি লীলামৃত,
লুব্ধল (৮) ব্রজবধূবৃন্দে।
চরণ কমল' পর, মণিময় নূপুর,
নখমণি যেন বালচন্দ্রে॥ (৯)

---

(১) 'মনের স্মরণ নাম' 'মরণে স্মরণ' ও 'মরণে স্মরণে নাম' পাঃ। (২) 'অসাধ্য সাধনে পাই' 'সাধ্য সাধন এই' পাঃ। (৩) 'বিধি' পাঃ। (৪) 'ভ্রান্তি' পাঃ। (৫) 'দৈবগতি' পাঃ। বৈদগধি অবধি =মাধুর্য্য ও বিলাসের শেষ। (৬) 'কুরু' পাঃ। (৭) ভালি=ভাল। (৮) 'লুব্ধ হৈল' পাঃ। লুব্ধল =প্রলোভিত করিল। (৯) 'ঝলমল চন্দ্রে' পাঃ।

নূপুর মুরলীধ্বনি, কুলবধূ মরালিনী,
শুনিয়ে রহিতে নারে ঘরে।
হৃদয়ে বাড়য়ে রতি, যেন মিলে পতি সতী,
কুলের ধরম (১) যায় দূরে॥
গোবিন্দ শরীর নিত্য, তাহার সেবক সত্য,
বৃন্দাবনভূমি তেজোময়। (২)
শীতল-কিরণ কর, কল্পতরু গুণধর,
তরুলতা ষড়্‌ঋতু (৩) বয়॥
{পূর্ণচন্দ্রসমজ্যোতিঃ, চিদানন্দময়মূর্ত্তি,
মহালীলা দরশন লোভা।
গোবিন্দ আনন্দময়, নিকটে বনিতাচয়,
বিহরে মধুর অতি শোভা॥
ব্রজপুরবনিতার, চরণ আশ্রয় সার,
করমন একান্ত করিয়ে}। (৪)
অন্যবোল (৫) গণ্ডগোল, না শুনহ উতরোল, (৬)
রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়ে॥

---

(১) 'করম' ও 'অধম' পাঃ। (২) 'ভূমিতে জন্মায়' পাঃ। (৩) 'রিপু' পাঃ। (৪) { } এই চিহ্ন মধ্যস্থ পংক্তি গুলির পাঠ অতিশয় বিভিন্ন। নানা গ্রন্থে নানারূপ আছে। (২), (৩) ও (৪) পরিশিষ্ট দেখ। (৫) বোল=বাক্য। (৬) উতরোল= বিতর্ক বা সন্দেহ।

(পাপপুণ্যময় দেহী, (১) সকল অনিত্য এহি, (২)
ধনজন সব মিছা ধন্ধ।
মরিলে যাইবে কোথা, ইহাতে না পাও ব্যথা,
তবু কার্য্য কর সদা (৪) মন্দ॥
রাজার যে রাজ্য পাট, যেন নাটুয়ার নাট, (৫)
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।
হেন মায়া করে (৬) যেই, পরম ঈশ্বর (৭) সেই,
তাঁরে মন সদা কর ভয়॥)

পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপীজন,
তারে মন দূরে পরিহর। (৮)
পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইও নাম,
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ কর॥ (৯)
প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর সব ক্ষারনিধি (১০) প্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ (১১) যাবে,
পরতত্ত্ব কহিল উপায়॥

---

(১) দেহী=দেহ, শরীর। দেহী=আত্মা?।
(২) এহি=এই। (৩) ধন্ধ=ধাঁদা বা ভ্রম। (৪) 'নিতি' পাঃ। (৫) নাটুয়ার নাট=নটের অভিনয়। (৬) 'ছাড়ে' পাঃ। (৭) 'সাধক' পাঃ। (৮) 'পরিহরি' পাঃ। (৯) 'করি' পাঃ। (১০) 'সর্ব্বক্ষণ ভঙ্গ' পাঃ। (১১) 'বিপত্তি' ও 'বিপদ' পাঃ।

(যেন অন্য পরশন, নাহি হয় কদাচন, (১)
ইহাতে হইবে সাবধান।
রাধাকৃষ্ণ নাম গান, (২) এই সে পরম ধ্যান,
আর না করিহ পরমাণ॥ (৩)
কর্ম্মী জ্ঞানী মিছা ভক্ত, না হবে তায় অনুরক্ত,(৪)
শুদ্ধ ভজনেতে কর মন।
ব্রজজনের যেই মত,(৫) তাহে (৬) হব অনুরত (৭)
এই সে পরমতত্ত্ব ধন॥)
আস্তিক (৮) করিয়া মন, ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ,
গ্রন্থিপাপ হবে পরিচ্ছেদ।
প্রার্থনা করিব সদা, শুদ্ধভাবে প্রেমকথা,
নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ ভরসা কররে মন, (৯)
কমল বলিয়া হৃদে লও। (৯)
তার নাম শুনি শুনি,(১০) ভক্তমুখে পুনি পুনি,(১০)
পরম আনন্দ সুখ পাও॥

---

(১) 'অন্যের পরশ যেন, নহে কদাচিত্ হেন,' পাঃ। (২) 'গুণ' পাঃ। (৩) 'পরিত্রাণ' পাঃ। (৪) 'না হইবে অনুরক্ত' পাঃ। (৫) 'রীত' পাঃ। (৬) 'তাতে' পাঃ। (৭) 'অনুগত' পাঃ। (৮) 'একান্ত' 'আস্ত্রিক' পাঃ। (৯) 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণ কমল বলি যাও' পাঃ। (১০) 'শুনি শুনি তুয়াগুণ, ভক্তমুখে পুন পুন' ও 'গাইয়া তাহার গুণ, হৃদে করি আন্দোলন' পাঃ।

হেমগিরি তনু রাই, আঁখি দরশন চাই,
রোদন করয়ে অভিলাষে।
জলধর ঢর ঢর, অঙ্গ অতি (১)মনোহর,
রূপেতে ভুবন পরকাশে॥
সখীগণ চারি পাশে, সেবা করে অভিলাষে,
পরম সে সেবা (২) সুখধরে।
এই মনে আশ মোর, এই রসে মনভোর,
নরোত্তম সদাই বিহরে॥

রাধাকৃষ্ণ কর ধ্যান, স্বপনে না বল আন,
প্রেম বিনা (৩) আর নাহি চাও। (৪)
যুগল কিশোর প্রেম, লক্ষবান যেন (৫) হেম,
আরতি পিরীতি রস পাও॥ (৪)
জল বিনে যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুহীন,
প্রেম বিনা (৩) সেই মত ভক্ত।
চাতক জলদ গতি, এমতি একান্ত (৬) রতি,
জানে যেই সেই অনুরক্ত॥

---

(১) 'দ্যুতি' পাঃ।
(২) 'শোভা' পাঃ।
(৩) 'বিনু' পাঃ।
(৪) চাও=চাই, পাও=পাই। 'ধাও' পাঃ।
(৫) 'জিনি' পাঃ।
(৬) 'প্রেমের' পাঃ।

(মরন্দ ভ্রমরা (১) যেন, চকোর চন্দ্রিকা (২) হেন
পতিব্রতা সতী যেন পতি।
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন,
এই মত প্রেমভক্তি রীতি॥)

বিষয় গরলময়, তাতে (৩) মান সুখচয়,
সে না সুখ, দুঃখ করি মান।
গোবিন্দবিষয় রস, সঙ্গ কর তার দাস,
প্রেমভক্তি সত্য করি জান॥

মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট, দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট,
গুণকে (৪) বিগুণ করি মানে।
গোবিন্দ-বিমুখ জনে, (৫) স্ফূর্ত্তি নহে হেন ধনে,(৫)
লৌকিক করিয়া সব জানে॥

অজ্ঞান বিশুদ্ধ যত,(৬) নাহি লয় সত (৭) মত,
অহঙ্কারে না জানে আপনা।
অভিলাষী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন,
বৃথা তার স্বেচ্ছার(৮) ভাবনা॥

---

(১) 'মকরন্দ ভ্রমে' পাঃ। মরন্দ=মকরন্দ বিশেষ, যে মধুপানে ভ্রমর জীবিত রহে।
(২) 'চন্দ্রমা' পাঃ। (৩) 'যেন' পাঃ। (৪) 'গুণ ও অগুণ' পাঃ। (৫) 'জন' ও 'ধন' পাঃ।
(৬) 'কভু' পাঃ। (৭) 'শত' পাঃ। (৮) 'অশেষ' ও 'সে ছার' পাঃ।

আরম্ব পরিহরি, পরম ঈশ্বর হরি,
সেব মন করি প্রেম আশ।
এই(১) ব্রজরাজ পুর, গোবিন্দ রসিকবর,
করহ (২) সদাই অভিলাষ॥
নরোত্তমদাস কহে, সদা মোর প্রাণ দহে,
হেন ভক্ত সঙ্গ না পাইয়া।
অভাগ্যের নাহি ওর,(৩) মিছায় হইনু (৪) ভোর,
দুঃখ রহু অন্তরে জাগিয়া॥

বচনের অগোচর, (৫) বৃন্দাবন লীলাস্থল, (৬)
স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দঘন।
যাহাতে প্রকট সুখ, (৭) নাহি জরা মৃত্যুদুঃখ,
কৃষ্ণলীলারস অনুক্ষণ॥
রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ প্রেম, শতবান (৮) যেন হেম,
যাহার হিল্লোল রস সিন্ধু।
চকোরনয়ন প্রাণ, কামরতি করে ধ্যান,
পীরিতি সুখের দুহুঁ বন্ধু॥

---

(১) 'এক' পাঃ। (২) 'হইবে' ও 'হইব' পাঃ। (৩) ওর=সীমা। (৪) 'মিছা মোহে হৈনু' পাঃ। (৫) 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধরাতল' পাঃ। (৬) 'চারুস্থল' পাঃ।
(৭) প্রকটসুখ=সুখ প্রকাশিত আছে। (৮) 'শত বান' বা 'শতবাণ' এরূপ পাঠও আছে। শত বান ও লক্ষবান অর্থে শতগুণ ও লক্ষগুণ হইবে বোধ হয়।

রাধিকা প্রেয়সীবরা, বামদিকে মনোহরা,
কনক-কেশর-কান্তি ধরে ॥
অনুরাগ (১) রক্ত শাড়ী, নীলপট্ট মনোহারী,
প্রতি অঙ্গে আভরণ ধরে ॥(২)
করয়ে লোচন পান, রূপলীলা দুহুঁ প্রাণ,(৩)
আনন্দে মগন সহচরী।
বেদ বিধি অগোচর, রতনবেদীর'পর,
সেব (৪) নিতি কিশোর কিশোরী ॥ (৪)
দুর্লভ ভজন হেন, নাহি ভজ হরি কেন,
কি লাগিয়া মর ভব বন্ধে।
ছাড় অন্য ক্রিয়া কর্ম্ম, নাহি দেখ বেদ(৫) ধর্ম্ম,
ভক্তি কর কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বে ॥ (৬)/
বিষয় বিষম গতি, নাহি ভজ ব্রজপতি,
শ্রীনন্দ (৭) নন্দন সুখসার।
স্বর্গ আর অপবর্গ, (৮) সংসার নরকভোগ,
সর্ব্বনাশ জনমবিকার ॥

---

(১) 'তনুরাগ' পাঃ। (২) 'অঙ্গে অঙ্গে অভরণ ধরে' 'অঙ্গে অঙ্গে ঝলমল করে' ও 'প্রতিঅঙ্গে ঝলমল করে' পাঃ। (৩) 'ধ্যান' পাঃ। (৪) 'সেবে' পাঃ। (৪) বেদবিধির অগোচর রতন বেদীর উপরে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি সেবনীয়। (৫) 'সেব' পাঃ। (৬) 'কৃষ্ণ পাদপদ্মে' পাঃ। (৭) 'নন্দের' পাঃ। (৮) অপবর্গ=মুক্তি।

দেহে না করিহ আস্থা, মন্দরীতে যম শাস্তা,(১)
দুঃখের সমুদ্রে কর্ম্মগতি।
দেখিয়া শুনিয়া ভজ, সাধুশাস্ত্র মত যজ,(২)
যুগল চরণে কর রতি ॥

জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড, (৩) কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি স।।ক্ষরে,(৪) কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃ।তে যায় ॥

রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অন্য দেবে (৫) বলে পতি,
প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে।
নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে (৬) ধ্যান,
বৃথা তার সে ছার ভাবনে ॥

জ্ঞান কর্ম্ম ক.।।োক, না'হ জানে ভক্তিযোগ,
নানা মতে হয়ে অগেয়ান। (৭)
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থতত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণের প্রাণ ॥ (৮)

---

(১) 'মৈলে দেহের কি অবস্থা' ও 'মৃতদেহে কি অবস্থা' পাঃ। (২) মন্ত্র' পাঃ। (৩) ভক্তি হীন জ্ঞান ও কর্ম্ম বিষবৎ পরিত্যজ্য ইহাই জানান হইতেছে। (৪) 'ঘুরে' পাঃ। (৫) 'জনে' পাঃ। (৬) 'করয়ে' পাঃ। (৭) 'হইয়া অজ্ঞান' পাঃ। (৮) 'পরম কারণ' পাঃ।

জগত ব্যাপক হরি,(১) অজ, ভব (১) আজ্ঞাকারী,
মধুর মুরতি লীলাকথা।
এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম উত্তম (২) সেই,
তার সঙ্গ করিব সর্ব্বথা ॥
পরম ঈশ্বর (৩) কৃষ্ণ, তাতে হইয়ে সতৃষ্ণ, (৪)
ভজ তারে ব্রজভাব লয়ে। (৫)
রসিক ভকত সঙ্গে, রহিব পিরীতি রঙ্গে,
ব্রজপুরে বসতি করিয়ে ॥
শ্রীগুরু ভকত জন, তাহার চরণে মন,
আরোপিয়া কথা অনুসারে।
সখীর সর্ব্বদা (৬) মত, হইয়া তাহার যূথ, (৭)
সদায় বিহর (৮) ব্রজপুরে ॥
লীলারস সদা গান, যুগলকিশোর প্রাণ,
প্রার্থনা করিব অভিলাষে।
জীবনে মরণে এই, আর কিছু নাহি চাই, (৯)
কহে দীন নরোত্তম দাসে ॥

---

(১) অজ=ব্রহ্মা। ভব=শিব। জগদ্ব্যাপী বিষ্ণুর আজ্ঞাকারী ব্রহ্মা ও শিব। (২) 'মহৎ' পাঃ। (৩) 'নাগর' পাঃ। (৪) 'তাহে মন সন্তুষ্ট' 'তাহে মম মন তুষ্ট' পাঃ। (৫) 'ব্রজভাব হয়ে' পাঃ। পরিশিষ্ট দেখ। (৬) 'সর্ব্বথা' পাঃ। (৭) 'তাহাতে রত' পাঃ। যূথ=সমূহ। এক এক সখীর সঙ্গিনী-গণের নাম যূথ। (৮) 'সদা বিহরয়ে' পাঃ। (৯) 'ইহা বই আর নাই' পাঃ।

আন কথা না শুনিব, আন কথা না কহিব,
সকলি কহিব পরমার্থ।
প্রার্থনা করিব সদা, লালসা অভীষ্ট (১) কথা,
ইহা বিনা সকলি অনর্থ॥

ঈশ্বরের তত্ত্ব যত, তাহা বা কহিব কত,
অনন্ত অপার কেবা জানে।
ব্রজপুরে প্রেম নিত্য, এই সে পরম সত্য, (২)
ভজ তারে অনুরাগ মনে॥ (৩)

গোবিন্দ গোকুল চন্দ্র, শত শত রসকন্দ, (৪)
পরিবার গোপগোপী সঙ্গে।
নন্দীশ্বর যার ধাম, (৫) গিরিধারী তার নাম, (৫)
সখীসঙ্গে ভজ তারে রঙ্গে॥

প্রেমভক্তিতত্ত্ব এই, তোমারে কহিল ভাই,
আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি।
শ্রীগুরুপ্রসাদে ভাই, এসব ভজন পাই,
প্রেমভক্তি সখি অনুচরি॥ (৬)

---

(১) 'সে ইষ্ট' ও 'অনিষ্ট' পাঃ। (২) 'তত্ত্ব' পাঃ।
(৩) 'ভজ সদা অনুরাগ মনে,' ও 'ভজ ভজ অনুরাগ মনে' পাঃ। (৪) রসকন্দ=রসমূল।
(৫) 'নন্দীশ্বর যার ধাম, গিরিধারী আর রাম' পাঃ।
(৬) 'সখিপদস্মরি' পাঃ।

সার্থক ভজনপথ, (১) সাধুসঙ্গ অবিরত,
স্মরণ (২) ভজন কৃষ্ণ কথা।
প্রেমভক্তি (৩) হয় যদি, তবে হয় মনশুদ্ধি,
তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা॥

বিষয় বিপত্তি জান, সংসার স্বপন মান,
নরতনু ভজনের মূল। (৪)
অনুরাগে ভজসদা, প্রেমভাবে লীলা কথা,
আর যত হৃদয়ের শূল॥

রাধিকা-চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকা-চরণাশ্রয়, করে যেই মহাশয়,
তারে মুঞি যাঙ বলিহারি॥

জয় জয় রাধা নাম, বৃন্দাবন যার ধাম,
কৃষ্ণসুখ বিলাসের নিধি।
হেন রাধাগুণ-গান, না শুনিল মোর কান,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি॥

---

(১) 'ভরসা পদ' ও 'ভরসা পন্থ' পাঃ। (২) 'শরণ' পাঃ। (৩) 'প্রেমরস' পাঃ। (৪) সংসার স্বপনবৎ ও বিষয়কে বিপদ্‌পূর্ণ জানিয়া মানুষ দেহকে ভজনের মুল স্থির করিয়া মান॥

তার ভক্ত সঙ্গে সদা, (১) রসলীলা প্রেম কথা,
যে কহে (২) সে পায় (৩) ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই, তারস্কন্ধে (৪) সিদ্ধি নাই,
নাহি শুনি যেন তার নাম॥

কৃষ্ণ-নামগুণে ভাই, রাধিকার চরণ পাই,
রাধানামগানে কৃষ্ণচন্দ্র। *
সংক্ষেপে কহিল কথা, ঘুচাই মনের ব্যথা,
দুঃখময় অন্যকথা দ্বন্দ্ব॥

অহঙ্কার অভিমান, অসৎসঙ্গ অসৎ জ্ঞান,
ছাড়ি ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্মনিবেদন, দেহ গেহ পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব॥ (৫)

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দেব, রতিমতি তারে সেব,
প্রেমকল্পতরু-বরদাতা।
ব্রজরাজ নন্দন, রাধিকা হৃদয় (৬) ধন,
অপরূপ এইসব কথা॥

---

(১) 'তার ভক্ত হয় সদা' পাঃ। (২) 'করে' পাঃ।
(৩) 'পাবে' পাঃ। (৪) 'কভু' পাঃ। (৫) 'মাহাত্ম্য' পাঃ।
(৬) 'শ্রীরাধিকা প্রাণ' পাঃ। * কৃষ্ণনামগুণে রাধিকার চরণ ও রাধানাম গানে কৃষ্ণচন্দ্রকে পাওয়া যায়। এইটী আলোচনার বিষয়।

নবদ্বীপে অবতরি, রাধাভাব অঙ্গে করি, (১)
তার কান্তি অঙ্গের ভূষণ।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী (২) শচীগর্ভে পরকাশি,
সঙ্গে সব পারিষদ্‌গণ॥
গৌর হরি অবতরি, প্রেমের বাদর (৩) করি,
সাধিলা মনের নিজকাজ।
রাধিকার প্রাণপতি, কি ভাবে (৪) কাঁদয়ে নিতি,
ইহা বুঝ ভকত সমাজ॥ (৫)
গোপনে সাধন সিদ্ধি, সাধনে নবধা ভক্তি,
প্রার্থনা করিব দৈন্য সদা।
করি হরি-সংকীর্ত্তন, সদাই বিমল (৬) মন,
ইষ্টলাভবিনে সব বাধা॥
সংসার বাটোয়ারে, (৭) কাম ফাঁসে বাঁধি মারে,
ফুকারি কহয়ে হরিদাস।
করহ ভকত সঙ্গ, প্রেম কথা রস রঙ্গ,
তবে হয় বিপদ বিনাশ॥

---

(১) ও (২) পরিশিষ্ট দেখ। (৩) 'আদর' পাঃ। বাদর=বর্ষা। (৪) 'কিবা ভাবে' ও 'কি লাগি' পাঃ। (৫) রাধিকার প্রাণেশ্বর কি ভাবে কাঁদে, ইহা ভক্তগণেরই বুঝা উচিত। তাই গ্রন্থকার এস্থলে ইঙ্গিতে জানাইয়া কোনরূপ বিস্তার-বর্ণনা করিলেন না। (৬) 'আনন্দে মগন' পাঃ। (৭) বাটোয়ারে=বাটপাড়ে, বা প্রবঞ্চকে। 'কাটোয়ারে' পাঃ।

স্ত্রীপুত্র বা লোক (১) যত, মরে যাবে শত শত, (২)
আপনাকে হও সাবধান।
মুঞিও যে বিষয়ে রত, (৩) না ভজিলাম হরিপদ,
মোর আর নাহি পরিত্রাণ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তার সঙ্গ বিনা সব শূন্য।
যদি জন্ম হয় পুনঃ, তার (৪) সঙ্গ হয় যেন,
তবে হয় নরোত্তম ধন্য॥
আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা,
ইহাতে হইবে সাবধান।
না করিহ কেহ রোষ, না লইও কেহ দোষ,
প্রণমহ ভক্তের (৫) চরণ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মোরে যে বোলান বাণী।
তাহা বিনে ভালমন্দ কিছুই না জানি॥
শ্রীলোকনাথ (৬) প্রভুর পদ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥



সম্পূর্ণ॥

(১) 'বালক' ও 'বান্ধব' পাঃ। (২) 'কত শত' পাঃ।
(৩) 'হত' পাঃ। (৪) 'সেই' পাঃ। (৫) 'সবার' পাঃ।
(৬) 'গোপীনাথ'।

বিদ্যুদ্‌গৌরীঘনশ্যামং, প্রেমালিঙ্গনতৎপরম্‌।
পরস্পরোরুমধ্যাঙ্গং, রাধাকৃষ্ণং নমাম্যহম্‌॥

পরিশিষ্ট।

মূলগ্রন্থের বাঙ্গালা পদ্যে যেরূপ পাঠান্তর পাওয়া গিয়াছে, সংস্কৃত শ্লোকগুলিতেও সেইরূপ নানা পাঠান্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীরূপগোস্বামীকৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' হইতে অনেকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত। গুরুবন্দনার জন্য গ্রন্থকার দ্বিতীয় শ্লোকটী রচনা করেন। মূলগ্রন্থে শ্লোকগুলির অনুবাদ দেওয়া নাই। নিম্নে সমস্ত শ্লোক ও অনুবাদ প্রদত্ত হইল। মুদ্রিত ৮।১০ খানি গ্রন্থ দেখিলাম কোনখানিতেই শুদ্ধ পাঠ নাই। অনেক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত পাঠ দিলাম।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যিনি জ্ঞানাঞ্জনরূপ শলাকা দ্বারা অজ্ঞানতিমিরান্ধের চক্ষু উন্মীলিত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম॥

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

যাঁহা কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট ইহ জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই শ্রীরূপগোস্বামী কবে আমায় স্বীয় চরণপ্রান্ত প্রদান করিবেন॥

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

ভগবচ্চরণারবিন্দসেবা ভিন্ন অন্যবাসনাশূন্য, নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান ও কাম্যকর্ম্মাদি দ্বারা অনভিভূত ও কায়মনোবাক্যে অনুকূলভাবে (অর্থাৎ প্রাতিকূল্য রহিত হইয়া) কৃষ্ণচরণ-সেবনই উত্তমা ভক্তি॥

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃকমললোচনঃ॥

শ্রীনাথ (বিষ্ণু) এবং জানকীনাথ (রাম) পরমাত্ম-বিষয়ে অভেদ অর্থাৎ এক; কিন্তু তথাপি কমল-লোচন শ্রীরামচন্দ্রই আমার সর্ব্বস্ব॥

সখীনাং সঙ্গিনী-রূপা আত্মনোবাসনাময়ী।
আজ্ঞাসেবাপরা তত্তৎকৃপালঙ্কারভূষিতা॥

সখীগণের অনুগতা, আত্মার বাসনাময়ী, ও ভগবদাজ্ঞাসেবাপরায়ণা, এবং সেই সেই সখীর কৃপা-রূপ অলঙ্কারে ভূষিতা। সখীর অনুগত ভাবে আত্ম-ধ্যান মাত্র লক্ষ্য॥

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎ-কথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

শ্রীকৃষ্ণের ও নিজাভিপ্রেত কৃষ্ণপ্রিয়জনের স্মরণ-কারী এবং সর্ব্বদা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তজনের কথারত-ব্যক্তি নিয়ত ব্রজে বাস করেন॥

৩য় পৃষ্ঠায় (৫) টীকা।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহ্লাদ নবধা ভক্তির উপদেশ প্রদান করেন। ২৩ সংখ্যক শ্লোকে এইরূপ আছে:—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

শ্রীবিষ্ণুর (১) শ্রবণ, (২) কীর্ত্তন, (৩) স্মরণ, (৪) পাদসেবন, (৫) অর্চ্চন, (৬) বন্দন, (৭) দাস্য, (৮) সখ্য, ও (৯) আত্মনিবেদন। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিতত্ত্বে পরিপূর্ণ। রসহীন জ্ঞানী বা কর্ম্মীর পক্ষে অন্য গ্রন্থ থাকিতে পারে, কিন্তু ভক্তিরসপায়ী রসিকজনের এই মহাগ্রন্থই একমাত্র অবলম্বন, সেই জন্যই এই মধুময় উপদেশ।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

৮ম পৃষ্ঠায় (১) টীকা।

বেদ, পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতিতে বহুবিধ দেবদেবীর উপাসনা ও পূজা বিধি প্রচলিত আছে। দেব বিশেষের উৎকর্ষাপকর্ষ বোধে অনেকেই গোলযোগ উপস্থিত

করেন, এবং অনেকের ভ্রম-সংশয়ও সহজে নিরসন করা কঠিন। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার লেখক অতি সহজে ও সরলভাবে এই দুরূহ তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন। বহুদেবদেবী কেবল এক মাত্র তাহাই বুঝান হইয়াছে। নৈষ্ঠিক ভক্তের শিরোমণি হনূমানই তাহার প্রমাণ। তাঁহার অস্থিতে অস্থিতে রামনাম অঙ্কিত ছিল। পুরাণে বর্ণিত আছে, দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণকে হনূমানের জন্য রামরূপ ধারণ করিতে হইয়াছিল। এসম্বন্ধে আমাদের আরও একটী গল্প মনে পড়িল। সাধকশ্রেষ্ঠ ভক্ত রামপ্রসাদ, (যিনি "সকলের মূলভক্তি মুক্তি তার দাসী" বলিয়াছেন) এক সময় কাশীধামে সকল দেবদেবীমূর্ত্তি বিলোকন করেন, কিন্তু বেণীমাধবমূর্ত্তি দর্শন করেন নাই। প্রবাদ আছে স্বয়ং অন্নপূর্ণা তাঁহাকে বেণীমাধব-মূর্ত্তিতে দর্শন দেন, তাই রামপ্রসাদ নিম্নলিখিত গীতটী গাইয়াছিলেন :—

নটবরবেশে বৃন্দাবনে কালী হলে রাসবিহারী!
পৃথক্ প্রণব, নানা লীলা তব,
কে বুঝে একথা বিষম ভারি॥
নিজতনু আধা, গুণবতী রাধা,
আপনি পুরুষ আপনি নারী।

* * * *

প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে,
বুঝেছি, জননি, মনে বিচারি।
মহাকালী কানু, শ্যামা শ্যাম তনু
একই সকল বুঝিতে নারি॥

সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত কৃষ্ণকালী, হরগৌরী ও হরিহর মূর্ত্তিও এইরূপ সংশয়বিনাশক। সাধকভক্তের পক্ষে ইষ্টদেবের রূপই একমাত্র উপাস্য ও সংপূজ্য। তিনি সর্ব্বদেবদেবীর সংস্থান তাহাতেই দৃষ্ট করেন। অন্যভাবে বা অন্যরূপে কেহই তাঁহার বন্দনীয় নয়। এইজন্যই ভক্ত তুলসীদাস বৃন্দাবনে কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শনে হৃদয়ের কথা বলিয়া ফেলেন:—

'ক্যা বর্ণু ছবি আজকী, ভালে বনে হো নাথ।
তুলসী শির তব নোয়ে, ধনুষ বাণ লো হাথ॥'

১১ পৃষ্ঠায় (১০) টীকা।

"যুগল কিশোররূপ, কামরতিগণ ভূপ,
মনে রহুঁ ও লীলা কীরিতি।"

কোন কোন গ্রন্থে এরূপ পাঠও আছে। বহুসংখ্যক কামরতির অধীশ্বরস্বরূপ মনোহর যুগলরূপ সদাই ভাবনীয়, এবং এই যুগললীলার কীর্ত্তিই যেন নিয়ত মনোমধ্যে জাগরূক থাকুক॥

১২ পৃষ্ঠায় * টীকা।

"নটবর শিখরিণী, নটিনীর শিরোমণি
ডুহুঁ গুণে ডুহুঁ মন ঝুরে।"

কোন কোন গ্রন্থে এরূপ পাঠও আছে। রাধা-কৃষ্ণের যুগলরূপ অতি রমণীয়। স্বর্ণপ্রভা শ্রীমতী রাধা ও মরকতজ্যোতির্ম্ময় শ্যামসুন্দর উভয়েই রসিক-রসিকাগণের অগ্রগণ্য। উভয়ের গুণে উভয়েই বিমোহিত। রস-ভাব-গুণ-ময়ী এই যুগলমূর্ত্তি ভক্তের প্রার্থনীয়॥

১৩ পৃষ্ঠায় (৭) টীকা।

নর্ম্মসখীগণের ঠিক নাম কি তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। অনেক গ্রন্থে যাহা পাওয়াগিয়াছে, তাহাই মূলগ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কোথাও কোথাও নিম্নমত নামনির্দ্দেশও আছে।

অনঙ্গমঞ্জরী, শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীরসমঞ্জরী, শ্রীরতি-মঞ্জরী, লবঙ্গমঞ্জরী, শ্রীমঞ্জরী ও মঞ্জুনালী॥

সখীগণের নাম ও যূথ প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ এস্থলে দেওয়ার প্রয়োজন নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ বৈষ্ণবগ্রন্থে তল্লাস করিলে কৌতূহল পরি-তৃপ্ত হইবে॥

১৭ পৃষ্ঠায় (২) ও (৩) টীকা।

গ্রন্থকার সার কথায় সংক্ষেপে বৃন্দাবন ভূমির বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'প্রার্থনায়' এবিষয়ের চমৎকার বিশদ বর্ণনা আছে। পাঠকের অবগতি জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম,
রতন মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দীনীরে, রাজহংস কেলি করে,
কলয় কনক উৎপল॥

তার মধ্যে হেমপীঠ, অষ্টদলেতে বেষ্টিত,
অষ্টদলে প্রধান নায়িকা।

তার মধ্যে রত্নাসনে, বসিয়াছে দুইজনে,
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা॥

ও রূপলাবণ্য রাশি, অমিয় পড়িছে খসি,
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।

নরোত্তম দাসে কয়, নিত্য লীলা সুখময়,
সেবা দিয়া রাখ শ্রীচরণে॥

১৭ পৃষ্ঠায় (৪) টীকা।

অনেক গ্রন্থে নিম্নলিখিত পাঠ আছে:—

"গোবিন্দ আনন্দময়, নিকটে বনিতাচয়,
বিরহে (বিহরে) মধুর অতি শোভা।
ব্রজপুর বনিতার, চরণ আশ্রয় সার,
কর মন একান্ত করি লোভা॥
ধন্য লীলা রসধন, রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ,
ভাব মন একান্ত চিত্ত হয়ে।"

মূলে যেরূপ পাঠ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হস্তলিখিত পুস্তকে পাওয়াযায়, কিন্তু মুদ্রিত কোন পুস্তকেই ওরূপ নাই।

২৫ পৃষ্ঠার (৫) টীকা।

"ভজ তারে ব্রজভাব লয়ে"। অনেকের জিজ্ঞাস্য হইতে পারে 'ব্রজভাব' কি? পরমাত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম ও সকাম উভয় সাধনার ফলদাতা। এই দ্বিবিধ সাধনার কার্য্য ও ফল জানাইবার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা। শ্রীরাধা ও তৎসহচরী গোপীগণ নিষ্কাম সাধক, তাঁহারা অখণ্ড সুখের অধিকারী। কৃষ্ণময়জীবিতা রাধিকার সন্তান সন্ততি নাহওয়ার উপদেশ বড়ই মধুর রহস্যময়। কারণ তিনি প্রেম ব্যতীত কামপ্রার্থিনী হন নাই, সুতরাং ঐশ্বর্য্য, সুখসম্ভোগ বা সংসারবিলাস তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই, বরং রাজনন্দিনী হইয়াও তিনি কৃষ্ণপ্রেমের

জন্য সর্ব্বত্যাগিনী ও বিপিনবাসিনী। অপর পক্ষে রুক্মিণী ও অন্যান্য মহিষীগণ সকাম সাধক। তাঁহারা সাংসারিক অতুল বিভবের অর্থাৎ খণ্ডসুখের অধিকারী। পুত্রপৌত্রাদি ও সম্পদবিলাস তাঁহাদের প্রার্থনীয়। তাঁহারা প্রবৃত্তি-মার্গাস্থিতা ও ভোগসুখ-রতা। কিন্তু ব্রজবিলাসিনী শ্রীরাধা নিবৃত্তমার্গস্থিতা ও কৃষ্ণপ্রেমাসক্তা। বিষয়টী গুরুতর কেবল সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল। চিন্তাশীল ভক্ত পাঠকগণ অনুসন্ধানে বুঝিয়া লইবেন। ব্রজভাবে নিষ্কাম সাধনার উপদেশে ও প্রেমব্যাখ্যায় আছে :—

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেমত প্রবল॥
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥
অতএব কামে প্রেমে বহুত অন্তর।
কামে অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥"

২৯ পৃষ্ঠায় (১) ও (২) টীকা।

চৈতন্য-চরিতামৃত-লেখক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজগ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার সম্বন্ধে নানাবিধ যুক্তি প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার গ্রন্থ খানি অমূল্য রত্ন ও ভক্তগণের নিত্য পাঠ্য। এই গ্রন্থে তিনবাঞ্ছা সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী আদি-লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে যে শ্লোক ও তদ্ব্যাখ্যায় যাহা লিখিয়াছেন তাহার কতক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশোবানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

"পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেম আমায় করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
* * *
মোররূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস।
রাধার স্বরসরসে আমা করে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দুশীতল।
রাধিকার স্পর্শ আমা করে সুশীতল॥

এইমত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু॥

*　　　*　　　*

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ মাধুর্য্যঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিলে বিবিধ প্রকার॥
রাগ-মার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইব লীলা আচরণ দ্বারে॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার প্রেম-দেহ অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥"

*　　　*　　　*

নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধ সিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু॥

সমাপ্ত।



বিজ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ভ্যালুপেয়েবল ডাকেও পুস্তক পাঠান যায় আট খানি একত্র লইলে ডাকমাশুল লাগেনা। উভ পুস্তকই জ্ঞানী ও ভক্তের নিত্যপাঠ্য।

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাশু
শঙ্করশান্তি (অর্থাৎ পরমহংস শঙ্করাচার্য্য রচিত মণিরত্নমালা, মোহমুদ্গর, নির্ব্বাণষট্ক, যতি-পঞ্চক ইত্যাদি মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত)	/১০	অর্দ্ধ আ
পরমভক্ত নরোত্তমদাসঠাকুর রচিত প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (দীর্ঘ মুখবন্ধ, টীকা ও পরিশিষ্ট, এবং গ্রন্থকারের জীবনী সমেত)	।০	ঐ

শ্রীনীলরত্ন চট্টোপাধ্যায়

দার্জিলিং।